আঁধার থেকে আলোতে

মূল
উস্তাদ আলী হাম্মুদা

অনুবাদ
মো. আল আমিন রাকিব

সম্পাদনা
দাওয়া সম্পাদনা পরিষদ

বানান ও ভাষা
মোহাম্মদ আল আমিন

দাওয়া পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....৮

প্রথম অধ্যায়: পাপের জীবন..... ১০
দুনিয়ার কাছে আমার মূল্য ১১
বরবাদ—দুনিয়া ও আখিরাত ১৩
চোরাবালি ১৪
পরিচয় একটাই—লাশ ১৭
ফিরে আসুন নিজের শিকড়ে ১৯
কেন অস্তিত্বের সংকট? ২০
শিকড় থেকে দূরে.....২১
আপনি কাকে ফাঁকি দিচ্ছেন? ২৪
প্রিয় বোন! আপনাকে বলছি.....২৫
আসল পুরুষ কারা? ২৭
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু..... ২৮
আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু ২৯
আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩২
ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৩
খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৩
উসমান ইবনে আবি তালহা..... ৩৪
খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ ৩৬
মনসুর আল-হাজিব ৩৬
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৩৭
মুসা বিন নুসাইর..... ৩৭
পুরুষের দায়িত্ব..... ৩৭
তবুও আমাদের হুঁশ হবে না? ৩৮
আলোর পথে আহ্বান ৪১
তওবা—রবের দিকে প্রত্যাবর্তন.....৪২

প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করুন.....৪২
মায়ের সন্তান মায়ের কোলে.....৪৪
যোগ্যতাকে কাজে লাগান.....৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: হতাশার জীবন..... ৪৫
আল্লাহর পরীক্ষা..... ৪৫
আল্লাহর স্মরণ..... ৪৮
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ৫১
ইমানদারদের পরীক্ষা..... ৫৩
আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর রাস্তা..... ৫৬
আল্লাহর প্রতিদান ৫৭
পাপমোচন..... ৫৯
তাকদির ৬১
সামাজিক কাজ..... ৬৪
বিপদকে ছোট করে দেখা ৬৬

তৃতীয় অধ্যায় : উদ্ভাসিত জীবন..... ৬৮
জীবনের এক হাজারতম মূলনীতি ৬৮
যখন যা প্রয়োজন তা করে ফেলুন..... ৬৮
মূলনীতি এক: অজুহাত দেওয়া বন্ধ করুন.....৭১
অজুহাত ছিল মুনাফিকদের অস্ত্র ৭২
মূলনীতি দুই: বর্তমান আপনার ভবিষ্যতের মূল ভিত্তি ৭৩
মূলনীতি তিন: লক্ষ্য রাখুন সর্বোচ্চ শিখরে ৭৪
মূলনীতি চার: সহজে অর্জনের চিন্তা ছেড়ে চ্যালেঞ্জ নিতে শিখুন.....৭৭
১. কমফোর্ট জোন ৭৯
২. দ্য ফিয়ার জোন.....৮০
৩. দ্য গ্রোথ জোন..... ৮১
মূলনীতি পাঁচ: হাল ছেড়ো না বন্ধু তুমি ৮৩
যা করার দ্রুত করুন..... ৮৫

চতুর্থ অধ্যায় : সুন্দর জীবন ৮৬
সুখের সন্ধানে ৮৭
মুসলিমদের করণীয় ৮৮
প্রকৃত সুখ কী? ৯২
সৎকর্মশীল হওয়া ৯৪
ইমানদার হওয়া ৯৫
হায়াতে তাইয়্যেবা ৯৮
হায়াতে তাইয়্যেবা পাওয়ার উপায় ১০৩
হায়াতে তাইয়্যেবা অর্জনে বাধাসমূহ ১০৫
পাপ ১০৫
অতৃপ্তি ১০৭
লোভ বা অতৃপ্তি থেকে বাঁচার উপায় ১০৯
ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ১১০
সুন্দর জীবন পাওয়ার গল্প ১১৩

পঞ্চম : পরিপূর্ণ জীবন **১১৭**
১. রাজ্য ১২৫
২. নদী ও গাছ ১২৯
৩. খাবার ১৩১
৪. ওয়াইন/মদ ১৩২
৫. খেদমত ১৩৩
৬. মলমূত্র ত্যাগ ১৩৫
৭. আবহাওয়া ও পরিবেশ ১৩৬
৮. বাজার ১৩৭
৯. স্বামী-স্ত্রী ও নারী-পুরুষ ১৩৯
১০. ধকল ১৪১

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এবং দুরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, সাইয়িদুল মুরসালিন রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

আমরা বর্তমানে যেই সমাজে বাস করি, সেখানে দিন-দিন বাড়ছে পাপ আর সেই পাপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে বাড়ছে হতাশা। আমাদের যুবসমাজ এগিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ের দিকে। কিন্তু আমাদের সামান্য চেষ্টাই পারে এই পাপ ও হতাশার জগৎ থেকে আমাদের সমাজকে বের করে এনে সুন্দরের আলোয় উদ্ভাসিত করতে, পাপের জগতে ডুবে যেতে থাকা আমাদের যুবক-যুবতিদের জান্নাতের পথে নিয়ে আসতে।

আমরা অনেকেই হয়তো পাপ থেকে বেঁচে থাকছি, নিজে কাটাচ্ছি সুন্দর জীবন। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমার দায়িত্ব শুধু নিজে ভালো থাকা না; আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে, অর্থাৎ সমাজের ভালোমন্দ সব কাজের দায়ভারই আমাদের নিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে এর জবাবদিহিতা শেষ বিচারের দিন আল্লাহর কাছে আমাদের করতে হবে।

এই বইতে উস্তাদ আলী হাম্মুদার আলাপ থেকে উঠে এসেছে আমাদের সমাজের বহু অন্ধকার দিক এবং জীবনের নানা পর্যায়ে আমাদের ওপর চেপে বসা হতাশার কথা। বইয়ের কাজ করার সময় আমি আমার চারপাশের ঘটনা যেন চোখের সামনে দেখছিলাম, অনুভব করছিলাম প্রতিটি কথা। বইতে যা আলোচনা করা হয়েছে তা আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনা। তবে তিনি আলাপ এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। কীভাবে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, কীভাবে সুন্দর জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং পরিশেষে কীভাবে জান্নাত লাভ করা যায়—এই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তিনি দলিল টেনেছেন কুরআন-হাদিস ও আলেমদের বক্তব্য থেকে। সেইসঙ্গে তুলনামূলক আলাপ করেছেন আমাদের চারপাশের ঘটনা, ঐতিহাসিক বিষয়াবলি, গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং আসন্ন সম্ভাবনা নিয়ে। কীভাবে সবকিছুর

কিন্তু এই লোকগুলোকেই আবার দেখুন। তারা যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে, যেসব খারাপ কাজ করছে, এসব কাজ করা অবস্থায় সে মরতে চাইবে না। এত পাপের বোঝা নিয়ে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়াতে রাজি হবে না। পাপে মত্ত থাকা এই মানুষটার মাথায় যদি এখন অস্ত্র ধরা হয় তখন সে সুযোগ চাইবে, সে পালাতে চাইবে। কিন্তু এই লোকটাই হয়তো কিছুক্ষণ আগে অন্য কারও ওপর অত্যাচার করেছে, কাউকে হত্যা করেছে কিংবা জঘন্য কোনো পাপে নিমজ্জিত ছিল। এত পাপ করার পরেও অনেকের মনেই এই বোধ টিকে থাকে যে, এই অবস্থায় মরলে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর উপায় থাকবে না। এই মানুষগুলোকেই যখন আপনি এই কথাগুলো বলতে যাবেন, তার বাস্তবতা বুঝাতে যাবেন, তখন দেখবেন তারা আপনার কথা না শুনে দূরে সরে যাচ্ছে। আপনার কাছ থেকে পালাতে চাচ্ছে। কারণ যখনই তাদের সামনে আল্লাহর কথা, মৃত্যুর পরের জীবনের কথা, দায়িত্ববোধের কথা বলা হয়, তারা সেটা নিতে পারে না।

দুনিয়ার কাছে আমার মূল্য

মুসলিম জাহানের একজন খলিফা ছিলেন সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক।[১] তিনি একদিন সেই জামানার আলেম আবু হাজিমকে জিজ্ঞেস করলেন,

"শাইখ, আমরা কেন মৃত্যুর আলোচনাকে ভয় পাই?"

আবু হাজিম উত্তর দিলেন,

[১] সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক (আনুমানিক ৬৭৫ – ২২শে সেপ্টেম্বর ৭১৭) ছিলেন সপ্তম উমাইয়া খলিফা। তিনি ৭১৫ থেকে ৭১৭ সাল পর্যন্ত খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পুত্র ও খলিফা প্রথম আল-ওয়ালিদের ছোট ভাই। পিতা ও ভাইয়ের পর, তিনি ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ৭১৫ থেকে ফিলিস্তিনের গভর্নর হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। সেখানে ধর্মতত্ত্ববিদ রাজা ইবনে হায়ওয়া আল-কিন্দি তাকে পরামর্শ দেন এবং তিনি ইয়াজিদ ইবনে আল-মুহাল্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যিনি ছিলেন আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের প্রধান প্রতিপক্ষ ও আল-ওয়ালিদের শক্তিশালী ভাইসরয়। তার ভাইয়ের ওপর আল-হাজ্জাজের প্রভাবে সুলাইমান অসন্তুষ্ট হন। গভর্নর হিসেবে সুলাইমান রামলা শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে সাদা মসজিদ নির্মাণ করেন। নতুন শহর ফিলিস্তিনের প্রশাসনিক রাজধানী হিসেবে লিড্ডাকে ছাড়িয়ে গেছে। লিড্ডা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং এর বাসিন্দাদের জোরপূর্বক রামলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রামলা একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। অনেক মুসলিম পণ্ডিতদের আবাসস্থল হয়ে ওঠে এবং ১১ শতক পর্যন্ত প্যালেস্টাইনের প্রশাসনিক রাজধানী ছিল।

> "আমরা মৃত্যুর আলোচনাকে ভয় পাই। কারণ আমরা আমাদের দুনিয়াবি জীবনের প্রতিই মনোযোগী ছিলাম। কিন্তু আমরা আমাদের আখিরাতের জীবনকে গুরুত্ব দিইনি।"

অর্থাৎ আমরা দুনিয়াতে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, সম্পত্তি বানাচ্ছি। বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলছি। কিন্তু ভবিষ্যৎ (আখিরাত) জীবনের জন্য কিছুই করছি না। দুনিয়ার এই আলিশান জীবন ছেড়ে কবরের অন্ধকারে যেতে ভয় পাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। তাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বর্তমান সমাজ আমাদের বুঝাচ্ছে, এই দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে হলে আমাদের অনেক সম্পদ, ক্ষমতা এসব লাগবে। কিন্তু আদতেও কি এইসব সম্পদ, ক্ষমতা আপনি ভোগ করে যেতে পারবেন? মূলত যেই সম্পদ, ক্ষমতা, সাম্রাজ্য আপনি গড়ে তুলছেন তা আপনার নিজের জন্য নয়; আপনি এসব করে যাচ্ছেন অন্য কারও জন্য।

চিন্তা করুন তো, আপনি যখন মারা যাবেন আপনার এই বিশাল সম্পত্তির কতটুকুই-বা আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন? আপনার দুই হাতের মুঠোতে কতটুকু সম্পদ নিয়ে আপনি কবরে যেতে পারবেন? আপনি আপনার আপনজন, যাদের জন্য এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন, আপনার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই তারা আপনার লাশকে কবরে নামিয়ে দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করে দেবে। আপনার শরীর থেকে দামি জ্যাকেট, ঘড়ি খুলে নেওয়া হবে। আপনার লাখ টাকার ফোন রেখে দেওয়া হবে। আপনার দামি জুতো নিয়ে নেওয়া হবে। আপনার আপনজনেরাই আপনার সম্পদ নিয়ে আপনার লাশের সামনে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেবে। কপর্দকশূন্য অবস্থায়, দুটি সাদা কাপড়ে মুড়ে আপনি আপনার কবরে পড়ে থাকবেন। এটাই বাস্তবতা। আপনি দুনিয়ার বুকে যত ক্ষমতাবানই হন না কেন, আপনার এই পরিণতি সুনিশ্চিত। আপনি যা করছেন বা যেই সম্পত্তি বানাচ্ছেন, এর কিছুই আপনার না। আপনার থাকবে না। আপনার এত বছরের পরিশ্রম, কষ্ট, ইনকাম সবকিছু অন্যের জন্যই আপনি করছেন। আপনার আখিরাত আপনি ধ্বংস করেছেন অন্যদের দুনিয়া তৈরি করতে গিয়ে!

একজন কবি আমাদের এই অবস্থাকে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন,

"একজন শিশু দুনিয়ার বুকে জন্ম নেওয়ার সময় হাত মুঠো করে রাখে। এ দিয়ে যেন বুঝায়, সে দুনিয়ার সকল ক্ষমতা-সম্পত্তি আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু মৃত্যুর সময় তার হাত খোলা থাকে। আর এ দিয়ে সে প্রমাণ করে যায়—এই দুনিয়া থেকে সে কিছুই নিয়ে যেতে পারছে না।"

বরবাদ—দুনিয়া ও আখিরাত

আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কিছু ওয়াদা করেছেন। আমি সেই ওয়াদার একটি আপনাদের একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ফাহেশা (অশ্লীলতা, পাপাচার) প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সুরা আন-নুর, আয়াত: ১৯]

যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর এখানে ব্যভিচারের একটি মিথ্যা খবর প্রচার করাকেও আল্লাহ অশ্লীলতা বলে অভিহিত করেছেন। একে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। যাতে অশ্লীলতা সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার অনুমান করা যেতে পারে। কেবল অশ্লীলতার একটি মিথ্যা খবর প্রচার করা আল্লাহর নিকট এত বড় অপরাধ, তাহলে যারা দিবারাত্রি মুসলিম সমাজে সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, ভিডিও, সিডি, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে ও ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে, তারা আল্লাহর নিকট কত বড় অপরাধী বলে গণ্য হবে একবার চিন্তা করুন। তা ছাড়া এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের কর্মচারীরা কীভাবে অশ্লীলতা প্রসারের অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাবে? এমনইভাবে যারা নিজেদের বাড়িতে টিভি রেখে নিজের পরিবার ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে, তারাই-বা অশ্লীলতা প্রসারের অপরাধী কেন হবে না? ঠিক অনুরূপভাবে অশ্লীলতা ও ইসলাম-বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্র (বা মাসিক পত্র-পত্রিকা) বাড়ির ভিতর প্রবেশ করাও অশ্লীলতা প্রসারের একটি কারণ।

এটিও আল্লাহর নিকট অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। হায়! যদি মুসলিমরা নিজেদের দায়িত্ব অনুভব করত এবং অশ্লীলতার বন্যাকে বাধা দেওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করত!

এই আয়াতটা খেয়াল করলে দেখবেন, আল্লাহ তাআলা আলাদা করে উল্লেখ করে দিচ্ছেন যে, এই ধরনের কাজের শাস্তি শুধু আখিরাতেই না, দুনিয়ার বুকেই শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে কাদের শাস্তির কথা বলা হচ্ছে? যারা শুধু পছন্দ করে, শুধু চায় যে সমাজে ফাহেশা ছড়িয়ে পড়ুক তাদের কথা। এখন তাহলে চিন্তা করুন, যারা ফাহেশা ছড়াতে কাজ করে যাচ্ছে তাদের তাহলে কী অবস্থা হবে? যারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে পাপের দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, তাদের কী পরিমাণ শাস্তি হবে?

আপনার সামনে এখন দুটি পথই খোলা আছে—সমাজের এই পাপাচারীরা দুনিয়ার বুকে আপনাকে সুখের নামে যেদিকে ঠেলে দিচ্ছে সেদিকে যাবেন, না-কি আল্লাহর ওয়াদাকৃত জান্নাতের জন্য দুনিয়ার এই সাময়িক সুখ ত্যাগ করবেন?

চোরাবালি

একটু চোখ খুলে দেখুন তো, এই সমাজে যারা পাপ ছড়াচ্ছে, পাপ করছে তারা কি আদতেও সুখের জীবন কাটাচ্ছে? তারা কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অদৃশ্য এক ব্যক্তির আদেশের পিছে ছুটছে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তাদের জীবনযাত্রার কোনো নির্দিষ্ট অবস্থা নেই। তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু কিছু টাকা আর ক্ষমতা। সেটাও যে টিকে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাদের এই ক্ষমতা, সম্পদ টিকিয়ে রাখার দুশ্চিন্তা নিয়ে চলতে হয় পুরোটা সময়। একটা সময় এসে আপনি নিজেকে খুঁজে পাবেন একাকী, নিঃসঙ্গ হিসেবে। মানুষ একটা সময় নিজেও বুঝতে পারে না, সে কীভাবে কী করবে। পাপে নিমজ্জিত হয়ে সে এমন অবস্থানে যায় যে, সে বুঝতেও পারে না এই পাপ তাকে কীভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো নিজের পরিবার বা ভালো কোনো বন্ধুর সোহবতে এসে আবারও জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। কিন্তু তত দিনে সে নিজের জীবনের বড় একটা অংশ নষ্ট করে ফেলেছে। এমন জীবন সে কাটিয়ে এসেছে

যা নিয়ে কাউকে সে বলতেও পারে না। একজন মুসলিম তার জীবনের বেশির ভাগ সময় ফাহেশায় কাটিয়ে শেষ করেছে—এর মতো দুঃখজনক কিছুই হতে পারে না।

খেয়াল করে দেখুন তো, কোনো পাপীকে কি কখনো সবার সামনে এসে বলতে শুনেছেন যে সে জিনা করে, ড্রাগসের ব্যাবসা করে, খুন-হত্যা-রাহাজানি করে, ছিনতাই করে? না, কেউই জনসম্মুখে এসব বলতে চায় না। কারণ সে তার এই পাপাচার নিয়ে সর্বদাই লজ্জায় থাকে। তারা চাইলেই নিজের পরিচয় সবার সামনে দিতে পারে না। এইসব লোকদের কখনো তার পেশা জিজ্ঞেস করলে সে আপনাকে নয়-ছয় বোঝাবে। তার কোনো ব্যাবসা আছে। কিন্তু সেই ব্যাবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা কিছু বলতে চায় না। কারণ তারা লজ্জা পায়।

ইমাম হাসান আল-বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

> "মানুষ কত দামি বাহনে চড়ছে কিংবা কত সম্পত্তি জমা করছে, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার চেহারায় পাপের জন্য অনুশোচনা থাকা। কারণ আল্লাহ এই পাপীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে।"

সমাজের এই পাপীদের সম্পর্কে আরও জানতে চান? এরা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকে না। রাস্তায় হাঁটতে বের হলেও তারা সবসময় এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। তাদের চিন্তা থাকে, হুট করে কোথাও থেকে কেউ তার ওপর হামলা করবে কি না। কেউ তার পরিচয় ফাঁস করে দেবে কি না। এমনকি তারা শান্তিতে বাথরুমেও যেতে পারে না। শান্তিতে এক রাত ঘুমাতেও পারে না। সর্বদা তাদের মধ্যে ভীতি কাজ করে। এই লোকগুলো ভীতু ও আতঙ্কিত। তারা মানসিকভাবে স্বাভাবিক থাকতে পারে না। এই বাজে অবস্থায় থাকতে থাকতে যুবক বয়সেই অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

বর্তমান সময়ের ব্যক্তিদের তো আপনি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। আগের যুগে যারা সমাজ ধ্বংস করার কাজে নিমজ্জিত ছিল, তাদের উদাহরণ সামনে আনলে একই বিষয় দেখতে পাবেন। পাবলো এস্কোবার[২] ৪৪ বছর

[২] পাবলো এস্কোবার ছিলেন একজন কলম্বীয় মাদক-সম্রাট (ড্রাক লর্ড) ও মাদক-সন্ত্রাস। তার ড্রাক কার্টেলটি তার কর্মজীবনের উচ্চতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ৮০% কোকেনের চোরাচালান সরবরাহ করেছিল, যা তার ব্যক্তিগত আয় বছরে ২১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পরিণত করেছিল। তাকে প্রায় কোকেনের রাজা বলা হতো এবং ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী অপরাধী

বয়সে গুলিতে মারা গিয়েছেন। টুপ্যাক শাকুর[৩] ২৫ বছর বয়সে হৃৎপিণ্ডে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এগুলো তো পুরাতন উদাহরণ। আপনি আমাদের সমাজে আমাদের আশেপাশে এমন বহু উদাহরণ দেখতে পাবেন।

শুধু যারা সমাজ ধ্বংসের কাজে নিমজ্জিত তারাই যে মারা যাচ্ছে এমন কিন্তু না। বরং দেখা যাচ্ছে এদের কারণে সমাজের অনেক ভালো মানুষের মৃত্যু ঘটছে। ইংল্যান্ডের কার্ডিফ শহরে কিছুদিন আগে আমাদের এক যুবক ভাইকে সন্ত্রাসীরা ভুলে অন্য পক্ষের লোক ভেবে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু সেই ভাই এসব অন্যায়-পাপাচারের কিছুতেই জড়িত ছিলেন না। সমাজ কীভাবে ধ্বংস হয় বুঝতে পারছেন? এই যে পাপাচারে নিমজ্জিত এই লোকগুলো যে মারা যাচ্ছে এদের বয়স খেয়াল করে দেখুন। এদের বেশিরভাগের বয়সই ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আপনার কি ধারণা, তারা এই অল্প বয়সে মারা যাক আল্লাহ এটা চান? একজন মুসলিম যুবক, যার যৌবনকালকে সে ইবাদতের কাজে ব্যয় করতে পারে, সে এত অল্প বয়সে মারা যাক এটা কি আল্লাহ চাইবেন? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

ছিলেন। তার মাদক নেটওয়ার্কটি "মেদেয়িন কার্টেল" নামে পরিচিত ছিল। যা প্রায়শই বিদেশি এবং বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বী কার্টেলগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যার ফলে পুলিশ কর্মকর্তা, বিচারক, স্থানীয় ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হত্যার মতো ঘটনা ঘটে। ১৯৮২ সালে "লিবারেল বিকল্প" আন্দোলনের অংশ হিসেবে এস্কোবারকে কলম্বিয়ার চেম্বার অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের বিকল্প সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এর মাধ্যমে তিনি পশ্চিম কলম্বিয়ার ঘরবাড়ি ও ফুটবল মাঠ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন। যার কারণে স্থানীয়দের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে কলম্বিয়া বিশ্বের মানুষ-হত্যার রাজধানী হয়ে ওঠে। এস্কোবার কলম্বীয় ও আমেরিকান সরকারের কাছে নিন্দনীয় হয়েছিলেন। ১৯৯৩ সালে তার ৪৪তম জন্মদিনের এক দিন পরেই কলম্বিয়ার জাতীয় পুলিশ এস্কোবারকে গুলি করে হত্যা করে।

[৩] টুপ্যাক শাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭১ সালের ১৬ই জুন। তার চেষ্টা ছিল র‍্যাপার হিসেবে কাজ করার। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। নিজের "অল আইজ অন মি" এবং বাকি কাজগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে বেশি বিক্রীত কাজে পরিণত হয়। ৭৫ মিলিয়ন রেকর্ড বিক্রি করার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করেন। নটোরিয়াস বিগি স্মলস নামে একজন র‍্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক হয় টুপ্যাকের। কিন্তু সে বন্ধুত্ব ভেঙে যায় ১৯৯৪ সালে। সেই বছর নিউইয়র্ক স্টুডিওর সামনে টুপ্যাকের ওপর হামলা হয়। তাকে গুলি করা হয় এবং ছিনতাই করার চেষ্টা করা হয়। যার পুরো দায় করা হয় বিগি স্মলসকে। কারণ তার পাশেই একটি স্টুডিওতে রেকর্ড করছিলেন তিনি। বিগির সঙ্গে লেবেলসের প্রতিষ্ঠাতা ডিডিকেও অভিযুক্ত করা হয়। তবে কেউই এই হামলার কথা স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে মারা যান টুপ্যাক। আর ছয় মাস পর মারা যান বিগিও। গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে। এই হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকারী সম্পর্কে আজও কিছুই সঠিকভাবে জানা যায়নি।